মুখবন্ধ

১৯০৩ সালে জর্জ গ্রীয়ারসন তাঁর Linguistic Survey of India গ্রন্থের vol. v, part- 1-এ বাংলা ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বা উপভাষা বৈশিষ্ট্য নিয়ে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করেন। তাঁর এই সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থটি মোট ১১টি খন্ডে ২২ ভাগে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তার আগে বাংলা ভাষা নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল, সে আলোচনার সঙ্গে গ্রীয়ারসনের আলোচনার মূল পার্থক্য হচ্ছে---গ্রীয়ারসনই সর্বপ্রথম বাংলার চলিত মৌখিক (standard colloquial Bengali) রূপটির পাশাপাশি উপভাষাগুলির বা আঞ্চলিক বাংলা ভাষার রূপ নিয়ে এবং প্রত্যেক আঞ্চলিক রূপের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলিও প্রসঙ্গত আলোচনা করেছেন। গ্রীয়ারসনের পক্ষে এই দুরূহ কাজ করা সম্ভব হয়েছিল, কারণ তিনি মূলত আঞ্চলিক বা উপভাষার সমীক্ষার ওপর নির্ভরশীল হয়ে কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। যে কোন মুখ্য ভাষায় একদিকে যেমন থাকে চলিত কথ্যভাষা, তেমনি তার পাশাপাশি বিদ্যমান থাকে আঞ্চলিক কথ্য ভাষাগুলিও। গ্রীয়ারসন তা বুঝতে পেরেই বাংলা ভাষার উপভাষা শ্রেণীবিন্যাস করেছিলেন। তাঁর শ্রেণীবিন্যাসকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে অনেক ভাষাতাত্ত্বিক বাংলা উপভাষার শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। কিন্তু দেখা গেছে আজ পর্যন্ত কোন ভাষাতাত্ত্বিকই গ্রীয়ারসন থেকে খুব বেশী দূরে যেতে পারেননি।

শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কারণে গ্রামের মানুষ আজ শহরমুখী হচ্ছে। ফলে ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, অর্থনৈতিক ব্যবধান, সামাজিক ও ধর্মীয় শ্রেণীবিন্যাসের বৈষম্যের জন্যে প্রাচীনকালে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব উপভাষার প্রচলন হয়, বর্তমানে তা বিলুপ্তির পথে। এ কারণেই আজ প্রত্যেক অঞ্চলের উপভাষাগুলির ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তাই আমি বর্তমান গবেষণায় ব্রতী হয়েছি। ক্ষেত্র-সমীক্ষার মাধ্যম ছাড়াও বিভিন্ন উপাত্তের সাহায্যে আমি আমার এই গবেষণা কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি।

এ গবেষণা প্রকল্প অধ্যাপক প্রণয় কুমার কুণ্ডুর নির্দেশক্রমে সাধিত হয়েছে। তিনিই আমার এই গবেষণার নির্দেশক।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সব রকম সতর্কতা সত্ত্বেও এই গবেষণা-গ্রন্থে হয়ত বানানের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ত্রুটি থেকে গেছে যা নিতান্তই ছাপার ভুল। এই ত্রুটি ক্ষমার্হ।

জেসমিন আরা সুলতানা

জুলাই ১৯৯৮
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজারামমোহনপুর
দার্জিলিং
পশ্চিমবঙ্গ